আইন ও সমাজ

ড : হাশিম কামালী

অনুবাদ : রিয়াজ আহমেদ

সূচিপত্র

শরীয়তে ওহী ও আকলের পারস্পরিক সম্পর্ক	৯
শরীয়ত ও ফিকহ : ইসলামী আইনের দ্বৈততা	১০
ফিকহের হুকুম-আহকাম দু'ভাগে বিভক্ত	১৩
ইসলামী আইনের ইতিহাস	১৫
শরীয়তের উৎস : কোরআন, সুন্নাহ ও ইজতিহাদ	২২
আইনের ক্ষেত্রে মাজহাবগত ভূমিকা	৩১
শরীয়তের প্রধান বৈশিষ্টসমূহঃ ধর্মীয় ও আখলাকী দিক এবং পরিবর্তন ও গতিশীলতা	৪০
ব্যাখ্যা এবং আকলী উপস্থাপনার সুযোগ	৪৮
ধারাবাহিকতা ও বাস্তবধর্মিতা : শরীয়াহ ভিত্তিক নীতি	৫৪
ব্যক্তি ও সমাজ	৫৯
সংহতি, সংস্কার এবং ইসলামী আইনের বর্তমান অবস্থা	৬৬

শরীয়তে ওহী ও আকলের পারস্পরিক সম্পর্ক

ইসলামী শরীয়তে ওহী ও আকলের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর রচিত এই লেখা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগেই মুসলিম সমাজকে কেন্দ্র করে ইসলামী আইনের বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচনাটি শুরু হয়েছে "শরীয়ত ও ফিকহ" শব্দদুটির ব্যাখ্যা দিয়ে, যা প্রায়ই একটি অন্যটির সাথে অদলবদল করে ব্যবহৃত হয়। তবে শব্দদুটো সমজাতীয় নয় এবং এদের মাঝে বেশ পার্থক্যও রয়েছে। এদের পার্থক্যের সংক্ষিপ্ত একটি ব্যাখ্যা লেখার পরবর্তী অংশে পাওয়া যাবে। তবে, পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষত ইসলামী আইনের উৎস ও ইতিহাস নিয়ে। এখানে ফিকহের বিকাশে প্রধান মাজহাবগুলোর স্বতন্ত্র অবদানের একটি চিত্র দেখানোর চেষ্টা করবো। তারপর থাকবে শরীয়তের একটি সাধারণ শ্রেণিবিন্যাস, যা শুরু হবে এর দ্বীনি ও আখলাকী দিকগুলোর মধ্য দিয়ে। এরপর থাকবে এর ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের ধাপগুলো, প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা ও যুক্তিবাদী বিশ্লেষণসমূহ (তা'লীল)।

আবার শরীয়তকে বাস্তবধর্মী হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে এবং শরীয়তের রাজনৈতিক দিকটিকে (সিয়াসা শরীয়াহ) ব্যাখ্যা করা হয়েছে বাস্তবধর্মিতার উপকরণ হিসেবে। এরপর শরীয়তে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর শেষদিকে আলোচনা করা হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে মুসলিম দেশগুলোতে চলমান সংস্কারগুলো নিয়ে, যেখানে আধুনিক সমাজব্যবস্থার আলোকে ইসলামী আইনব্যবস্থাকে খাপ খাওয়ানোর যে চেষ্টা করা হচ্ছে, এ বিষয়টি নিয়ে।

শরীয়ত ও ফিকহ : ইসলামী আইনের দ্বৈততা

ইসলামী আইন দুটি প্রধান উৎস থেকে উদ্ভূত–ওহী ও আকল। ইসলামী আইনের এই দ্বিমাত্রিক পরিচয় দুটি আরবী পরিভাষাকে প্রভাবিত করেছে–শরীয়ত ও ফিকহ। ওহীর সাথে শরীয়তের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে ফিকহের প্রধান সম্পর্ক মানুষের আকলের সাথে। শরীয়ত বলতে বুঝায় 'সঠিক পথ' বা 'নির্দেশিকা', যেখানে ফিকহ দ্বারা বুঝায় মানুষের বোঝাপড়া ও জ্ঞানার্জন। এভাবে শরীয়ত কল্যাণ বা সৎপথের দিকে নির্দেশ করে; আর আকল শরীয়তকে আবিষ্কার করে এবং বিশেষ বা নজিরবিহীন সমস্যার সমাধান খোঁজার জন্য এর সাধারণ নির্দেশনাবলির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করার চেষ্টা করে। কারণ শরীয়ত মূলত ওহী নির্ভর (অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহ), আর এটা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর ফিকহ হচ্ছে একটি আকলী প্রচেষ্টা এবং বৃহদার্থে অনুমানমূলক যুক্তিস্থাপন প্রক্রিয়া, যা কোনো বিষয়ে শরীয়তের মতো সরাসরি আদেশ দিতে পারে না।

আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, শরীয়ত হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহ নির্ভর। তবে ফিকহের বিস্তৃত জ্ঞানভাণ্ডার এবং ইতিহাসে এর ধারাবাহিকতা সরাসরি শরীয়তের অংশ নয়। মূলত, এটি হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধান যা শরীয়তের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলো তুলে ধরে। উদাহরণস্বরূপ–কোরআনের যে অংশগুলোতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও গল্পসম্ভার রয়েছে, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কোরআন ও সুন্নাহর সুনির্দিষ্ট আইন-কানুন তুলনামুলকভাবে যা সংখ্যায় কম–যা সামষ্টিকভাবে নুসুস নামে পরিচিত–তা শরীয়তের মূল বিষয়কে উপস্থাপন করে। শরীয়ত ফিকহের চাইতে বিস্তৃত একটি ধারণা, দ্বীন সংক্রান্ত যা কিছু আল্লাহ

রাসূল (স.)-এর উপর নাযিল করেছেন, সেটির পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তথা দিকনির্দেশনা সমষ্টিই হচ্ছে শরীয়ত। সেগুলো হচ্ছে ইসলামের আখলাকী মূল্যবোধ এবং প্রায়োগিক বিধানাবলি। এভাবে শরীয়ত শুধু আইনকেই অন্তর্ভুক্ত করে না, বরং ধর্মতত্ত্ব ও আখলাকী শিক্ষাকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

ইলমুল কালাম প্রথমদিকে মানুষকে কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস থেকে সচেতন করার চেষ্টা করতো এবং আল্লাহর প্রতি সঠিক বিশ্বাস স্থাপনে সাহায্য করতো। ইসলামের ব্যাপারে একটি উচ্চ আলোকিত চিন্তা-ভাবনার জগত সৃষ্টি করতো। আর ইলমুল আখলাক নৈতিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে আত্ম-শৃঙ্খলাবোধ ও সংযমের চর্চায় অভ্যস্ত করার মাধ্যমে ব্যক্তিকে আলোকিত করতো।

ফিকহ হচ্ছে প্রায়োগিক বিধানাবলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়, যা একজন ব্যক্তির আচার-আচরণের সাথে সম্পৃক্ত। ফিকহ হচ্ছে 'ইতিবাচক' আইন, যদিও এর অনেককিছুই শরীয়তের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তবে এটি এমন কোনো বিষয়কে নৈতিকতা ও আইনের মধ্যে সম্পৃক্ত করে না, যা আইনগতভাবে প্রয়োগযোগ্য নয়। তবুও, ফকীহগণ মৌলিক মূল্যবোধ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও ধর্মমতকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তুলনামূলকভাবে, ফিকহকে একটি নিছক উপকাঠামো এবং সেইসব মূল্যবোধের একটি বাস্তব প্রকাশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

শরীয়ত ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর উপর স্পষ্ট হুকুম দিয়ে থাকে : যেমন শরীয়তের মৌলিক নৈতিক-মূল্যবোধ এবং ব্যবহারিক দায়-দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত ও অন্যান্য ইবাদতসমূহ। আর হালাল হারামের ব্যাপারে এর হুকুম একেবারে সুনির্দিষ্ট। একইভাবে মুয়ামালাতের ক্ষেত্রেও কিছু বিধান রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে শরীয়ত সাধারণত নমনীয়, যেমন ফৌজদারী আইন (হুদুদ বা নির্ধারিত শাস্তি ব্যতীত), সরকারনীতি ও সংবিধান, রাজস্ব-নীতি, কর এবং অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শরীয়ত এগুলোর ব্যাপারে শুধু সাধারণ নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

ফিকহকে শরীয়তের প্রায়োগিক বিধান হিসেবে সংজ্ঞায়ন করা হয়, যা কোরআন-সুন্নাহ থেকে উদ্ভূত। ফিকহের বিধানগুলো ব্যক্তিগত আচার-

আচরণের বাহ্যিক বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত। ৫টি মাত্রায় এই প্রায়োগিক দিকগুলোর মূল্যমান নির্ধারণ করা হয়। যেমন–ফরজ, সুন্নত, জায়েজ, মাকরুহ ও হারাম। ফিকহের সংজ্ঞা আরও বুঝায় যে, কোরআন ও সুন্নাহ থেকে ফিকহের বিধানগুলো বাদ দেওয়া হয় ওহীর সাথে এর সরাসরি যোগাযোগ না থাকায় এবং এখানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বাধীন চিন্তা ও ইজতিহাদের বিষয় জড়িত থাকে। অতএব, কোরআন অনুধাবন ও এর হুকুমসমূহ প্রয়োগ করার মতো বোঝাপড়া অর্জনের জন্য প্রয়োজন আরবী ভাষার উপর গভীর জ্ঞান এবং একটি পর্যাপ্ত পরিমাণ দৃষ্টিভঙ্গি ও পাণ্ডিত্য, যা একজন মুকাল্লিদ বা কোরআন না বুঝে মুখস্থ করা ব্যক্তি অর্জন করতে পারে না। একজন ফকীহ যিনি এই প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে পারেন এবং শরীয়াহ থেকে হুকুম-আহকাম বের করার সক্ষমতা আছে, তাকে বলা হয় মুজতাহিদ। তিনি স্বাধীনভাবে যুক্তি ও আকল খাটানোর ক্ষমতা রাখেন।